দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের হালচাল

আখতার হোসেন রাজা



প্রোফাইল

শিক্ষক সংকটের কারণে ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষা সংকট এখন চরম আকার ধারণকরেছে। জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সুপ্রাচীন স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজটিতে দিন দিনই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষক সংকটের দরুন নিয়মিত শ্রেণী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা এখন চরম হতাশায় ভুগছে। অপরদিকে জেলা শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বেসরকারি কলেজের চত্বরগুলো মুখরিত হয়ে উঠেছে, উপচে পড়া ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে। ১৯৫৯ সালে বিডি কলেজ নামে স্থাপিত কলেজটিকে ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ করা হয়। সুরম্য অট্টালিকায় ভরা সুশীতল মনোমুগ্ধকর পরিবেশসহ ব্যবহারিকসমূহ অবয়ব সর্বস্ব শুধুমাত্র শিক্ষক সংকটের কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কলেজের ১৪টি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত ৫৩টি শিক্ষক পদের মধ্যে ১৯টি পদই দীর্ঘদিন হতে শূন্য রয়েছে। ইংরেজি বিভাগের ৭টি পদের মধ্যে সহকারি অধ্যাপকসহ ১জন প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগে সহকারি অধ্যাপকসহ ১ প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১ সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগে ১ প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা বিভাগে ১ সহযোগী অধ্যাপক ও ১ জন প্রভাষক রসায়ন শাস্ত্রে সহকারি অধ্যাপকসহ ১ প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে সহকারি অধ্যাপক ও ১ প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ১ প্রভাষক, গণিত বিভাগে ১ সহযোগী অধ্যাপক, হিসেব বিজ্ঞান বিভাগে ১ সহযোগী অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকসহ ১ প্রভাষক মিলে ১৯টি শিক্ষক পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য রয়েছে। এমনিতে শিক্ষক সংকট তারপর বদলিজনিত বিড়ম্বনাতে ভুগছে কলেজটি।

এ ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থায় কলেজের অধ্যক্ষ, পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, গণিতের সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ জন করে প্রভাষক মাত্র ১০ দিনের মাথায় গত ২১শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই বদলি নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বা সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় প্রস্তাবিত ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু এখন অনিশ্চিয়তার মুখোমুখিতে।

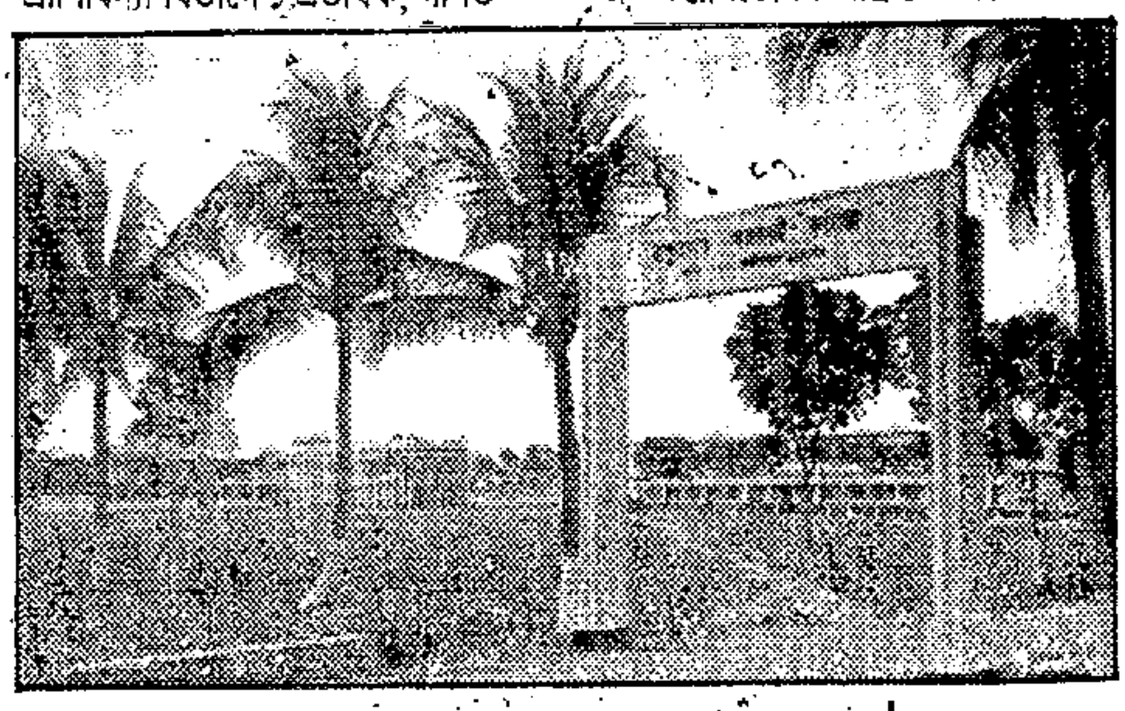

ঠাকুরগাঁও সরকারি ডিগ্রি কলেজ

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে উল্লেখিত সতটি বিভাগে অনার্স কোর্স চালুর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচ্চপর্যায়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ৭ সদস্যের পরিদর্শক দল কলেজ পরিদর্শনে আসেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরে রিপোর্ট দাখিল করেছে বলে জানা গেছে।

একটি সূত্র জানায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্স চালু সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত বিষয়গুলোর প্রতি বিভাগে কমপক্ষে সাত জন করে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করা হলে অনার্স কোর্স চালুর অনুমতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্স কোর্স চালুর অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পদ সৃষ্টির অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। একটি সূত্র বলেছে এমতাবস্থায় চলতি বছর হতে অনার্স কোর্স চালু হবে কিনা এবং আদৌ হবে কিনা এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক মহল এখন উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়েদিন কাটাচ্ছেন।